গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
গাইবান্ধা
(এনজিও শাখা)
www.gaibandha.gov.bd

জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা
জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা

তারিখ : ১৬ আগস্ট ২০২৬

সময় : বিকাল ৩.০০ টা।

স্থান : সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের হাজিরা পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), গাইবান্ধা বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন। এতে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফ্রেন্ডশিপ তাদের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবগত করেন। পরে সভায় উপস্থিত এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে তাদের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১.ফ্রেন্ডশিপ, গাইবান্ধা	আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, ফ্রেন্ডশিপ গাইবান্ধা নিম্নোক্ত বিষয়ে স্লাইড প্রদর্শন করেন। **স্বাস্থ্য:** ৭২ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশন পরিচালনা করা হয়েছে। ৭২টি নিউট্রেশান সেশনের মাধ্যমে ৫৬৩ জন শিশু এবং জন গর্ভবতী ও ১৯৭ জন মা'কে পুষ্টি সেবা প্রদান করা হয়েছে। ৫২৭ টি উঠান বৈঠক পরিচালনার মাধ্যমে ২৭৯৬ জনকে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৩২ জন ফ্রেন্ডশিপ কমিউনিটি মেডিক-এইড স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সহায়তা করেছেন। ১৩২ জন এফসিএম ৬৫৭২ টি খানা পরিদর্শন করে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান। এমহেলথ (মোবাইলের মাধ্যমে সেবা স্বাস্থ্যসেবা) এর মাধ্যমে প্রান্তিক লোকজনকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। **শিক্ষা:** ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে যেখানে এক হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী পড়াশানা করছে। ০৬ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে যেখানে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। ১৫টি প্রাথমিক স্কুল অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১১টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে যেখানে ২২০ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। ০৩টি মাধ্যমিক স্কুলে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে	(১) স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম চলাকালে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করতে হবে। (২) জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।	(১) আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, ফ্রেন্ডশিপ, গাইবান্ধা।

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	০৪টি প্রাথমিক স্কুলে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। **সমন্বিত নাগরিকত্ব: (ফ্রেন্ডশিপ ডিসএবিলিটি ইনকুলসন প্রোগ্রাম)** ১১টি চরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত দলগুলোতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ১৯টি সভা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশু, নারী ও পুরুষকে ফিজিওথেরাপিস্ট দ্বারা চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ফ্রেন্ডশিপের নাটক টিম ০১টি এলাকায় নাটক প্রদর্শন করা হয়েছে। **সমন্বিত নাগরিকত্ব: (সুশাসন প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত কার্যক্রম):** ১১ টি আইনি তথ্য সেবা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। ১২ টি স্কুল সেশন পরিচালনা করা হয়েছে। **জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা:** ০৪ টি চরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০৪টি ফ্রেন্ডশিপ সুশীল সমাজ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০৪ টি চরে ১২০ টি বাড়ি পরিদর্শন করা হয় এবং বন্যার প্রস্তুতি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়। ফরম্যাশেন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ কমিউনিটি ফ্লাড ভলান্টিয়ার (ফেজ-২) ২০টি চরে বন্যা স্বেচ্ছাসেবক দলের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (সিআইডিআরআর-নর্থ) উত্তর প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত কার্যক্রম: ফ্রেন্ডশিপ দুর্যোগ ব্যবস্থা কমিটি, শিশু দল ও মহিলা দলের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ট্র্যান্সিশনাল ফান্ড (এসএসডি) প্রকল্পের অধীনে কার্যাবলী: ফ্রেন্ডশিপ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সুশীল সমাজ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। **টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** ৮০ টি দল গঠন করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ১৪৪৫ জন উপকারভোগীদের ফ্রেন্ডশিপ কর্মীদের মাধ্যমে অব্যবহৃত জমিতে ফসল ও সবজি চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়। গরু মোটাতাজাকরণ ও লাম্পি স্কীন ডিজিজের ওপর ১০০ পরিবারকে সচেতন করা হয়। পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য আট রকমের সবজি বীজ ২০০ জন উপকারভোগীদের প্রদান করা হয়েছে। Farm Power Mechanic দ্বারা উপকারভোগীদের কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কৃষি প্রকল্প: ফ্রেন্ডশিপ কর্মীদের মাধ্যমে অব্যবহৃত জমিতে ফসল ও সবজি চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়। পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য উপকারভোগীদের মাঝে সবজি বীজ প্রদান করা হয়েছে। জীগাবাড়ী, কড়াইবাড়ী এবং সন্ন্যাসীর চরে সৌর বিদ্যুদের দ্বারা		

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	পরিচালিত সেচ পাম্প দ্বারা উপকারভোগীদের সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে।		
০২.গণ উন্নয়ন কেন্দ্র, গাইবান্ধা	প্রধান নির্বাহী, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, গাইবান্ধায় কালবৈশাখী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৯১টি পরিবারের মাঝে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) -এর উদ্যোগে গৃহনির্মাণ ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন তৈরীর সামগ্রী হস্তান্তর করা হয়েছে। গাইবান্ধার খারজানি চরে আয়োজিত এ কার্যক্রমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা সম্মানিত জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা। হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব সবুজ কুমার বসাক, ফুলছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ও জেলা ত্রাণ ও পূনর্বাসন অফিসার জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম। • সহস্রাধিক মানুষের অংশগ্রহণে ফুলছড়িতে বন্যা-পূর্বপ্রস্তুতির মহড়া। বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমাতে এবং পূর্বপ্রস্তুতির অংশ হিসেবে আজ গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নে সহস্রাধিক মানুষের অংশগ্রহণে বন্যা- পূর্বপ্রস্তুতির মহড়ার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব যাদব সরকার, ফুলছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো. মোস্তাফিজুর রহমান এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জনাব মো. শফিকুল ইসলাম। • SICIP-এর নির্বাহী প্রোগ্রাম পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোহাম্মদ ওয়ালিদ হোসেন গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP) প্রকল্পের চলমান দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি প্রশিক্ষণ কক্ষ ও ব্যাবহারিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে প্রশিক্ষণের মান, অর্জিত দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং নির্বাহী প্রধান জনাব এম. আবদুস সালামের সঙ্গে প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা করেন।এসময় যুগ্মসচিব ও উপ-নির্বাহী প্রোগ্রাম পরিচালক জনাব মাইনুল হাসান, উপসচিব ও সহকারী নির্বাহী প্রোগ্রাম পরিচালক জনাব নূরউদ্দিন আল ফারুক এবং উপসচিব ও সহকারী নির্বাহী প্রোগ্রাম পরিচালক জনাব ভূঁঞা মোহাম্মদ রেজাউর রহমান ছিদ্দিকী, পিকেএসএফ এর কো-অর্ডিনেটর (ফাইন্যান্স অ্যান্ড প্রোকিউরমেন্ট) জনাব গোলাম রাব্বিসহ ও সংস্থার ব্যবস্থাপনা টিমের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। • বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে এবং আগাম প্রস্তুতি জোরদারের লক্ষ্যে আজ গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার	(১) চলমান বর্ষায় সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ০৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষ রোপণের অংশ হিসেবে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। (২) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সম্পর্কিত প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নির্বাহী প্রধান, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র, গাইবান্ধা।

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	চরাঞ্চলে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে বন্যা মোকাবিলার প্রস্তুতি বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় সুন্দরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব ঈফফাত জাহান তুলি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। এসময় গাইবান্ধা জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (DRRO) জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, সংস্থার ব্যবস্থাপনা টিমের সদস্য এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন । • গাইবান্ধায় নিরাপদ অভিবাসন, বিদেশফেরত অভিবাসীদের টেকসই পুনঃএকীভূতকরণ (Reintegration) এবং মানবপাচার প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ জোরদারের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) বাস্তবায়িত PRIME Project-এর উদ্যোগে এবং AWO International ও BMZ, Germany-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এ বৈঠকে সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, কাউন্টার ট্রাফিকিং কমিটির সদস্য, বিদেশফেরত অভিবাসী ও গণমাধ্যমকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।বৈঠকে নিরাপদ অভিবাসন, মানবপাচার প্রতিরোধ, বিদেশফেরত অভিবাসীদের পুনঃএকীভূতকরণ এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় আরও জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।অনুষ্ঠানে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) ক্ষতিগ্রস্ত ও অসুস্থ ১০ জন নারী-পুরুষ বিদেশফেরত অভিবাসীর মাঝে চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে জনপ্রতি ১০,০০০ টাকা করে মোট ১,০০,০০০ টাকার চেক বিতরণ করে। • বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)-এর সহযোগিতায় পরিচালিত গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)-এর Disaster Risk Financing (DRF) প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল) ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন WFP-এর ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর জনাব মোঃ শাহজাহান সাজু এবং রংপুর কার্যালয়ের প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট জনাব মোঃ সাদেক আলী।পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিদল সাঘাটা উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। বিশেষভাবে ফ্লাড মার্কার স্থাপন এবং বন্যা প্রস্তুতি মহড়া (Flood Preparedness Drill) কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দুর্যোগ-পূর্ব প্রস্তুতি জোরদারে এ ধরনের উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন। পরিদর্শনের অংশ হিসেবে প্রতিনিধিদল গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) এর ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। আলোচনায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, আগাম প্রস্তুতি, স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতে		

ক্রম ও এনজিও’র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের বিভিন্ন বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে উঠে আসে। • কৃষিপণ্য উৎপাদক অ্যাসোসিয়েশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গাইবান্ধা জেলা অ্যাসোসিয়েশন এবং সদর, সুন্দরগঞ্জ, ফুলছড়ি, সাঘাটা ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা অ্যাসোসিয়েশনের প্রত্যেককে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়।চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক ও জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ জনাব মো. আসাদুজ্জামান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব মো. রাকিবুল আলমসহ সংস্থার ব্যবস্থাপনা টিমের সদস্যবৃন্দ। • মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (Vulnerable Women Benefit–VWB) কার্যক্রমের আওতায় গাইবান্ধা জেলার ১৫ জন প্রশিক্ষকদের গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) এর প্রধান কার্যালয়ে ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ৩০ জুন ২০২৬ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন গাইবান্ধা জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব নার্গিস জাহান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা সদর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জনাব শাহনাজ পারভীন এবং ফুলছড়ি উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জনাব শফিকুল ইসলাম। • কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ৯০০ পরিবারের মাঝে উন্নত বৈদ্যুতিক চুলা বিতরণ কার্যক্রমের যাত্রা। পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার লক্ষ্যে আজ ফুলছড়ি উপজেলার উড়িয়া ইউনিয়নে উন্নত বৈদ্যুতিক চুলা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রায় ২৪০টি পরিবারের মাঝে এসব চুলা বিতরণ করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। • কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড (Concern Worldwide)-এর ক্লাইমেট অ্যাডাপটেশন অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স বিভাগের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর জনাব শাহনেওয়াজ ওয়ারা এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব মো. মশিউর রহমান জুরিখ ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বাঁশের বান্ডেলসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে এবং প্রকল্পের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। • প্রচণ্ড তাপদাহে মাঠে কাজ করা কৃষকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ ও লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার ১৫০ জন কৃষকের মাঝে মাথাল		

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিতরণ করা হয়েছে। সুন্দরগঞ্জে আয়োজিত বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব ঈফফাত জাহান তুলিসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা। • শিক্ষার্থীদের মাঝে মানব পাচার প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)-এর উদ্যোগে "মানব পাচার প্রতিরোধে জনসচেতনতাই সবচেয়ে কার্যকর উপায়" শীর্ষক রামচন্দ্রপুর ও ফুলছড়ি ইউনিয়নে পৃথক চারটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পক্ষ দল জয়লাভ করে। • শিক্ষার্থীদের মাঝে মানব পাচার প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)-এর উদ্যোগে "মানব পাচার প্রতিরোধে জনসচেতনতাই সবচেয়ে কার্যকর উপায়" শীর্ষক রামচন্দ্রপুর ও ফুলছড়ি ইউনিয়নে পৃথক চারটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পক্ষ দল জয়লাভ করে। • গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জুরিখ ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত বন্যা পূর্ব প্রস্তুতি, বন্যাকালীন করণীয় ও বন্যা-পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম বিষয়ক একটি এনিমেশন ভিডিও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মাঝে প্রদর্শন করা হয়। ভিডিও প্রদর্শনের পর অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়, যাতে ভবিষ্যতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও কার্যকর করা যায়। • জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব মোকাবিলার লক্ষে ৪৫ জন কৃষকের মাঝে বস্তায় আদা চাষের ৯ ধরনের উপকরণ বিতরণ করা হয়। বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরগঞ্জ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি অফিসার জনাব মোঃ কাইয়ুম চৌধুরী। • ফুলছড়ি উপজেলার উরিয়া ও কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের বিদ্যুৎবিহীন ২ শত পরিবারের মাঝে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে উপকরণ বিতরণ করা হয়। বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। এছাড়াও সংস্থার ব্যবস্থাপনা টিমের সদস্যবৃন্দসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। • সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্ত, নিরাপদ অভিবাসন, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, জীবিকায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রায় ৩২০ টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়; • সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্বপ্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দুইটি উপজেলায় ২০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঝরে পরা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়গামী করতে প্রকল্পের সদস্যবৃন্দ কাজ করে যাচ্ছে;		

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	• ১১ টি কমিউনিটি বিদ্যালয় (শিশু শ্রেণি হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত) চলমান রয়েছে যেখানে ১৭৪০ জন (ছাত্রী-৮৫৩, ছাত্র-৮৮৭) শিক্ষার্থী নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ করছে; • SWAPNO প্রকল্পের আওতায় ১১ টি আনন্দলোক বিদ্যালয়ে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে; • ১ টি কারিগরি কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান যেখানে ৮০ জন (ছাত্রী ৩০, ছাত্র-৫০) শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছে; • সংস্থা কর্তৃক গাইবান্ধা সদর উপজেলায় জিইউকে প্রিমিয়ার স্কুলে প্লে হতে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ৩৬ (ছাত্রী ১৭, ছাত্র-১৯) জন শিক্ষার্থী নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ করছে; • গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) পরিচালিত ২ টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫ শত জনশিক্ষার্থী শিক্ষা শিক্ষা গ্রহন করছে; • জুলাই ২০২৬ মাসে লাইভলিহুড মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের গাইবান্ধা জেলার ২৭ টি শাখার মাধ্যমে ২৪৮ • জন জনকে ক্ষুদ্র ও ব্যবসায়িক ঋণ এবং ১০১৫ জনের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। লাইভলিহুড মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের গাইবান্ধা জেলার মোট ঋণস্থিতির পরিমান ৭১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ১৮ টাকা মাত্র।		
০৩.এসকেএস ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধা	সহনশীল জীবিকায়নের উপর এর উপর কর্মশালা-৩টি, গাইবান্ধা সদর, সুন্দরগঞ্জ ও সাঘাট উপজেলার বেলকা, হরিপুর, মোল্লারচর, কামারজানি, সাঘাটা এবং হলদিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক এগ্রোমেট ফার্ম স্কুল সমাপণী সেশন এবং শিখন বিনিময়-২৪ টি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ -১ টি, মাসিক ষ্টাফ মিটিং-০১ টি, মোট ক্লাব উদ্বোধন ০১ টি। ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (বিএমইডি)-৯৮ জন, স্বাস্থ্য সেবা (স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের বাড়ী পরিদর্শন, আয়রন ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট বিতরণ)-৯ জনসেবিকা, শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন-১৮টি, স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের মাসিক সভা-১ টি, স্যাটেলাইট ক্লিনিক-২ টি, ষ্ট্যাটিকস ক্লিনিক আয়োজন- ১৫ জন, যুব প্রশিক্ষণ-১০০ জন, স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ-৯ জন, ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড-১ টি, যুব শীর্ষ সেমিনার -১ জন, উপজেলা সমন্বয় সভা (দ্বিমাসিক) কৈশোর কার্যক্রম-১টি, সফট স্কিল উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন-১ ব্যাচ, উপজেলা সমন্বয় সভা (দ্বি-মাসিক) উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম-১ টি, উপজেলা পর্যায়ে ম্যারাথন দৌড়, বিতর্ক প্রতিযোগিতা বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও উন্নয়ন মেলা-১ টি-যুব কার্যক্রম (কিশোরী ক্লাব গঠন)- গাইবান্ধা সদর, সুন্দরগঞ্জ ও সাঘাট উপজেলার বেলকা, হরিপুর, মোল্লারচর, কামারজানি, সাঘাটা এবং হলদিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ১০টি ভার্মি কম্পোষ্ট পিট ফলোআপ ও পরামর্শ প্রদান, ০৬টি নেপিয়ার ঘাস প্রদর্শনী প্লট ফলোআপ ও পরামর্শ প্রদান ৪টি। `	(১) সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্পসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত সিভিল সার্জন অফিস, গাইবান্ধা ও জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করতে হবে। (২) চলমান বর্ষায় বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	উপপরিচালক, এসকেএস ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধা
০৪. ব্র্যাক, গাইবান্ধা	ব্র্যাক ডিস্ট্রিক্ট কোর্ডিনেটর, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, স্বাস্থ্য কর্মসূচি: গাইবান্ধা জেলার ৭ টি উপজেলায় ৮০ টি ইউনিয়নে জুলাই ২০২৬ মাসে ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচির মাধ্যমে ৯৯ জন	(১) ব্র্যাক কর্তৃক পরিচালিত স্কুলসমূহে নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দের পেশাগত	উপজেলা নির্বাহী অফিসার,

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	স্বাস্থ্যকর্মী ৪৯৩২ টি খানা পরিদর্শন করে বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান করেন। এর মধ্যে নতুন গর্ভবতী চিহ্নিত করেন-২৭৩৩ জন, এ এন সি সেবা প্রদান করেন-৩৮২২ জন কে, পিএনসি সেবা দান করেন ৫৫ জনকে, রেফার করেন-৫১ জনকে, অসংক্রামক ব্যাধি পরীক্ষা করেন-৪০৭১ জন। ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মীর কর্ম এলাকায় নতুন শিশু জন্ম -১৩৮৩ জন, প্রতিষ্ঠানে -৯৭৬ জন, সরকারী স্বাস্থ্য কর্মী/ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর দ্বারা-৪০৪ জন। ২. রিডিং গ্লাসেস ফর ইমপ্রুভড লাইভলিহুড কর্মসূচির মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষা-৩৪৮৩ জন, চশমা বিতরণ-৮৫৩ টি। ৩. জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির মাধ্যমে কফ পরীক্ষা-৩৭৭৭ জন, রোগী চিহ্নিত-৪০৪ জন, মোট এক্সরে-৯৬১ জন, রোগী -৬৪ জন, সুস্থ-৩৭৪ জন, চলমান রোগী-২৩৪৫ জন। ৮. ব্র্যাক কৃত্রিম প্রজনন ৪. ৬৮ টি ২ বছর মেয়াদী প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় চলমান আছে। শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৭০০ জন। সকল বিদ্যালয়ে সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফুলছড়ি উপজেলায় ১৭ টি ৩ বছর মেয়াদী ব্রীজ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।। ৫. জেলার গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা সদর, সাদুল্লাপুর ও সাঘাটা উপজেলায় এক্সিলারেটেড মডেলের ৫৮ টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ১৪৫০ জন শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে। এর মধ্যে ২০ টি কোহট-২ এবং ৩৮ টি কোহট ১। কোহট -২ এর শিক্ষার্থীদের ১ বছরে ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির বই পড়িয়ে জানুয়ারী মাসে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণিতে ভর্তি করানো হবে এবং কোহট-১ এর শিক্ষার্থীদের ১ম ও ২য় শ্রেণির বই পড়িয়ে ৩য় শ্রেণিতে ভর্তি করানো হবে। এছাড়া ফুলছড়ি উপজেলার সকল সরকারী (১২৯) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই মডেলটি পরিচালিত হচ্ছে। সেখানে ৩য়- ৫ম শ্রেণির পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে নিয়মিত ক্লাশের বাইরে অতিরিক্ত ক্লাশ পরিচালিত হচ্ছে। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১ জন করে শিক্ষিকা নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ করানো হয়েছে। জুন মাসের ২য় সপ্তাহ থেকে ক্লাশ শুরু হয়েছে। সকল বিদ্যালয়ে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬. ব্র্যাক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির আওতায় জেলা পর্যায়ে ১ টি এবং সকল উপজেলায় ১ টি করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা টীমের সদস্যগণ যে কোন সময় দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত আছে। প্রতি কোয়ার্টারে নিয়মিত ভাবে জেলা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা টীমের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দুর্যোগ মোকাবেলায় করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়। ৭. ব্র্যাক সীড অ্যান্ড এগ্রো এন্টার প্রাইজের ২১ জন ডিলারের মাধ্যমে ৫,৪৪,৪৩০/- টাকার সবজী বীজ বিক্রি করা হয়েছে। কৃষকদের মাঝে মানসম্মত বীজ সরবরাহ করে ফসলের উৎপাদন করার মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সরকারকে সহায়তা করা এই কর্মসূচির লক্ষ্য। ৮. কৃত্রিম প্রজনন: কর্মসূচির মাধ্যমে জাত উন্নত করণের লক্ষে সংশ্লিষ্ট মাসে ৮৯২৩ টি গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে। ৯. ব্র্যাক ডেইরী অ্যান্ড ফুড প্রজেক্টের মাধ্যমে খামারীদের কাছ	প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। (২) চরের শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সুবিধাকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে করতে হবে। (৩) বৃক্ষরোপণ অভিযান কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করতে হবে।	গাইবান্ধা সদর/ ফুলছড়ি, গাইবান্ধা ও ব্র্যাক জেলা সমন্বয়কারী।

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	থেকে ৩,১৯,১৮৬ লিটার দুধ ক্রয় করা হয়েছে। ১০. জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি কর্মসূচির মাধ্যমে জেন্ডার মার্কার ওরিয়েন্টেশন ৮ ব্যাচ উপস্থিত ৮৬ জন। ফোরাম ফলোআপ ২০ টি উপস্থিত ২৪৮ জন। স্টাফ মিটিং ৮ টি উপস্থিত ৯৭ জন। ১১. ব্র্যাক আলট্রা পোউর গ্রাজুয়েশন প্রেগ্রামের মাধ্যমে গ্রাজুয়েট সদস্য ফলোআপ ৪২ জন। গ্রাম দারিদ্র বিমোচন কমিটির সভা ৫০ টি উপস্থিত ৪১৫ জন্। সদস্য কে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান- ০ জন। এবছর ৬ টি অফিসের মাধ্যমে ১৭১০ জন সদস্যকে সম্পদ হস্তান্তরের করা হয়েছে। ১২. সামাজিক ক্ষমতায়ন ও আইনী সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কিশোরী ফোরাম সভা ৭০ টি উপস্থিতি ২১৯৬ জন। অভিযোগ গ্রহণ ৭৬ টি এডিআর ৫০ টি সম্পদ আদায় ১৩,৩২,৭৮০ টাকা। মামলা দায়ের-১ টি, মামলার রায়-৫ টি, চলমান মামালা-২৩৫ টি, ক্লায়েন্ট ফলোআপ ১১৮ জন। গণ নাটক প্রদর্শন- ০ টি উপস্থিতি-০ জন। ১৩. দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলায় ২৫ জনকে ৩ মাস মেয়াদী উদ্যোক্তা/ ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে ব্যাবসা সম্প্রসারণের জন্য ঋণ প্রদানকারী সংস্থাদের সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের লিংকেজ মিটিং করানো হয়। এছাড়া গাইবান্ধা সদর উপজেলায় ৬ মাস মেয়াদী ৬০ জনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে এবং ৩০ জনের ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। ১৪. সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প: গাইবান্ধা জেলার ১০ টি চরে ৮ টি ব্র্যাক প্রি-প্রাইমারী স্কুল এবং ০২টি ব্র্যাক ব্রিজ স্কল চলমান। ফূলছড়ি উপজেলায় ১৭ টি ব্রিজ স্কুল চলমান। সকল স্কুলে সমসাময়িক ইস্যুনিয়ে মাসিক অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতিথি দরিদ্র সদস্যদের মধ্যে জুন/ ২০২৬ মাসে সুন্দরগঞ্জ এবং ফুলছড়ি উপজেলার মোট ৫৭ সম্পদ ক্রয় এবং ব্যবসা পরিচালনার জন্য ১৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ক্যাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। আগামী ২ বছর তাদেরকে নিবিড় পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে অতিদরিদ্র অবস্থা থেকে উত্তোরণ করা হবে। সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা সদর এবং ফুলছড়ি উপজেলার প্রায় ৩৬ টি চরে ১৪৬ টি গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে ৩৮৭৩ জন নারী সদস্যকে ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও কৃমি সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং গবাদী প্রাণী ও হাঁস মুরগির খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বার্তা বিষয়ে সচেতনতা বিষয়ক সেশন পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও হাম ও রুবেলা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২৫ কোহ্টের ইউপিজি ১৬০ জন অতিদরিদ্র সদস্যের মধ্যে বিতরণ কৃত সম্পদ হোম ভিজিট এবং গ্রুপ ভিজিটসহ নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সুরক্ষা নিশ্চিত করাসহ সদস্যদের পারিবারিক পরিস্কার পরিছন্নতা এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৫. মাইক্রোফাইন্যান্স: ২০২৬ জুলাই মাসে ব্র্যাক		

<table>
<tr><th>ক্রম ও এনজিও'র নাম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td>মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির মাধ্যমে দাবি কর্মসূচিতে ৭৪৩৫ জনকে ৪৫,৬৫,৬২,০০০ টাকা এবং প্রগতি কর্মসূচির মাধ্যমে ১৭৩৪ জন কে ৩২,৭৫,৫৪০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ৯ জন সদস্যকে ১ টি করে ৪৫,০০০/- টাকা মূল্যের গার্ডেন টিলার বিনা মূল্যে প্রদান করা হয়েছে। ৩৮৩ জনকে ২০ টি করে হাঁসের বাচ্চা, ৩৮৩ জনকে ২০ টি করে মুরগীর বাচ্চা, ৪০ জনকে ভার্মি কম্পোষ্ট প্লান্ট, ২০ জনকে আলুর চিপস্ বানানোর প্রশিক্ষন এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ১ মন করে আলু প্রদান করা হয়েছে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>০৫.ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এসডিও)</td><td>গাইবান্ধা জেলায় গ্রাম আদালতের মামলা গ্রহণ ও নিষ্পত্তির তথ্য:
<table>
<tr><th>উপ জেলা</th><th>পূর্ববর্তী মাসের মামলার জের</th><th>বিবেচ্য মাসে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা</th><th>মোট মামলার সংখ্যা</th><th>বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th>০৩ (তিন) মাসের অনধিক নিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th>অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th>নিষ্পন্নের হার</th></tr>
<tr><td>গাইবান্ধা সদর</td><td>৩৭</td><td>৭৪</td><td>১১১</td><td></td><td>০</td><td>২৯</td><td>১১০.৮১</td></tr>
<tr><td>সুন্দরগঞ্জ</td><td>৪০</td><td>৪৮</td><td>৮৮</td><td>৩৯</td><td>০</td><td>৪৯</td><td>৮১.২৫</td></tr>
<tr><td>সাদুল্লাপুর</td><td>১৮</td><td>৩৪</td><td>৫২</td><td>৩৮</td><td>০</td><td>১৪</td><td>১১১.৭৬</td></tr>
<tr><td>পলাশবাড়ী</td><td>১১</td><td>১০</td><td>২১</td><td>৩</td><td>০</td><td>১৮</td><td>৩০.০০</td></tr>
<tr><td>গোবিন্দগঞ্জ</td><td>১৯</td><td>৪০</td><td>৫৯</td><td>৩২</td><td>০</td><td>২৭</td><td>৮০.০০</td></tr>
<tr><td>সাঘাটা</td><td>২৭</td><td>৫০</td><td>৭৭</td><td>৫১</td><td>০</td><td>২৬</td><td>১০২.০০</td></tr>
<tr><td>ফুলছড়ি</td><td>২০</td><td>২২</td><td>৪২</td><td>২১</td><td>০</td><td>২১</td><td>৯৫.৪৫</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৭২</td><td>২৭৮</td><td>৪৫০</td><td>২৬৬</td><td>০</td><td>১৮৪</td><td>৯৫.৬৮</td></tr>
</table></td><td>(১)মামলা নিষ্পত্তির হার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পূর্ণ করতে হবে।
(২) দায়েরকৃত মামলাসমূহের রেকর্ড সংরক্ষণ রাখতে হবে।</td><td>জেলা ব্যবস্থাপক, ইএসডিও, গাইবান্ধা।</td></tr>
<tr><td>০৬.আরএইচ স্টেপ, গাইবান্ধা</td><td>স্বাস্থ্য:
ক্লিনিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। শিশুদের সময়মত টিকা দেওয়ার পরামর্শ প্রদান। এছাড়াও পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী পদ্ধতির জন্য মা ও শিমু সদনে সেবা নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়।
শিক্ষা:
আরএইচস্টেপ আলোরধারা পাঠশালা-অপরাজেয় তারুণ্য, গাইবান্ধা কেন্দ্রের সেফ এমআর-ফেইজ ০৩ (সিডা) প্রকল্পের আওতায় ২০২৬ সালের মে মাসে আলোরধারা পাঠশালায় নিয়মিত বইড়া কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় কিশোর-কিশোরীরা তাদের দৈনন্দিন একাডেমিক পাঠ শেষে পাঠশালার লাইব্রেরী কক্ষে উপস্থিত হয়ে বই, উপন্যাস ও বিভিন্ন জ্ঞানবৃদ্ধিমূলক বই পাঠের মাধ্যমে পাঠাভ্যাস গড়ে তুলছে।
নেটওয়ার্কিং ওয়ার্কশপ:
মে মাসে একটি নেটওয়ার্কিং ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়, যেখানে মোট ২০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।</td><td>(১)চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পভিত্তিক সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে সম্পৃক্ত করতে হবে।
(২) সংস্থার লাইব্রেরি কক্ষে বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
(৩) প্রকল্প পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট সবাইকে পেশাগত প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।</td><td>ইউনিট ম্যানেজার, আরএইচস্টেপ, গাইবান্ধা।</td></tr>
</table>

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	মাসিক সমন্বয় সভা: মে মাসে প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ এবং কার্যক্রম সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়। **কমিউনিটি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে মনিটরিং কার্যক্রম:** প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মাসব্যাপী ০৩টি কমিউনিটি এবং ০২টি স্কুলে পর্যবেক্ষণ ও তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। মনিটরিং এর মাধ্যমে চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন, অংশগ্রহণকারীদের সম্পৃক্ততা পর্যবেক্ষণ এবং সেবার মান নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। **কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:** যুবক যুবতি ও কিশোর-কিশোরীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। **সঙ্গীত শিক্ষা কার্যক্রম:** সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে বিনামূল্যে সঙ্গীত শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রতি সপ্তাহে ০২দিন গানের ক্লাস পরিচালিত হয়।		
০৭ .মমদা ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধা	**স্বাস্থ্য:** IDE-JETRO (Japan) এবং Florida International University-এর অর্থায়ন ও তত্ত্বাবধান এবং আরএইচস্টেপ-এর কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় মোট ২১১১ জন কিশোরীকে অন্তর্ভুক্ত করে গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্চে। ২০২৫ সালের জুলাই মাস থেকে প্রকল্পের আওতায় নতুন পর্যায়ের কার্যক্রম গাইবান্ধা সদর উপজেলার ০৫ টি ইউনিয়ন এবং সাঘাটা উপজেলার ০৩টি ইউনিয়নে পুনরায় শুরু হয়েছে যা ২০২৬ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত চলবে। প্রকল্পের অধীনে ৬০টি গ্রামের ৮৩৫ জন কিশোরীকে 'কিশোরী ক্লাব'-এর মাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা সেশন প্রদান করা হবে, যা মোট ১২টি সেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। ➢ মে-২০২৬ এ ৯ম সেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই সেশনে নিরাপদ মাতৃত্ব, কিশোরীদের অনিরাপদ গর্ভপাত পরবর্তী সেবা প্রদান বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ➢ ১১তম সেশন জুলাই, ২০২৬-এ শুরু হয়েছে। এই সেশনের আওতায় বাল্যবিবাহ এবং নারীদের প্রতি সহিংসতা নিয়ে আলোচনা করা হবে।	(১) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থাকে অবহিত করতে হবে। (২) গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও তথ্য ব্যবহার করে অংশগ্রহণকারী কিশোরীদের কী কী পরিবর্তন হয়েছে/ হচ্ছে তা পরবর্তীতে সভায় তত্ত্ব উপাত্তসহ উপস্থাপন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, মমদা ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধা।
০৮. .মানবকল্যাণ স্বাবলম্বী সংস্থা (এমকেএসএস),	**শিক্ষা:** ইসলামিক বয়স্ক গণশিক্ষা কেন্দ্র প্রকল্প: জানুয়ারি ২০২৬ হতে ১৪-৬০ বছর বয়সী ৩০ জন জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র পুরুষ ব্যক্তিদের সাধারণ/ প্রয়োজনীয় সুরা, সহিহভাবে নামায পড়া এবং	চলমান প্রকল্পসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, মানব কল্যাণ স্বাবলম্বী

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা	নামাজের নিয়মকানন জানানো। **স্যানিটেশন:** এমকেএসএস স্বাস্থ্য উপকারভোগীদের মাঝে স্বল্প মুনাফায় রিং ও স্লাব প্রদানের মাধ্যমে স্যানিটেশন এবং হাইজিন ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। চলতি মাসে ০৮ জন উপকারভোগীদেরকে ফলো-আপ চলমান রয়েছে। **সমন্বিত মৎস্য চাষ:** এমকেএসএস সংস্থা উপকারভোগীদের মাছে ছোট ছোট দলে পুকুর লিজ গ্রহণের মাধ্যমে সমন্বিত মৎস্য চায় করছেন, যার মাধ্যমে উপকারভোগীদের পরিবারে পুষ্টির চাহিদা কিছুটা হলেও লাঘব করার চেষ্টা করা হচ্ছে।		সংস্থা, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা
০৯. জিকেএস গাইবান্ধা	শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে ০৮টি উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে যেখানে ৩য় শ্রেণীর ০২টি, ২য় শ্রেণীর ০৪টি, ১ম শ্রেণীর ০১টি এবং শিশু শ্রেণী ০১টি। ৩য় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৩ জন, এমাসে উপস্থিতির হার ৯৪%। সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২১২ জন। ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে এ মাসে সেমিপাকা বিলাস, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট প্রাপ্ত ০৬টি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর রিফ্রেসার্স কোর্স করানো হয়।	চলমান কর্মসূচিসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক জিকেএস গাইবান্ধা
১০. গ্রাম উন্নয়ন জন কল্যাণ সংস্থা, গাইবান্ধা	বিনামূল্যে স্যানিটেশন উপকরণ বিতরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি। হাঁস-মুরগী ও গরু ছাগল পালন। কাঠের আসবাবপত্র তৈরি ও হস্তশিল্প (সংস্থার আয়ের উৎস) নারীর ক্ষমতায়নে সচেতনতা সৃষ্টি করা । মাতৃস্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধি বিনামূল্যে দুঃস্থদের মাঝে ভোজ্য তেল বিতরণ নার্সারী ও সামাজিক বনায়ন প্রকল্প। গতমাসে বোয়ালী ইউনিয়নের কনকরায় গ্রামের ০৫ জন দরিদ্র পরিবারকে ০১ লিটার করে ভোজ্য তেল বিতরণ করা হয়েছে।	উপকারভোগীদের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক গ্রাম উন্নয়ন জনকল্যাণ সংস্থা।
১১. সল্ট ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসী ইন্টারন্যাশনাল	Quantity of Self Help Group-78 Quantity of Men Beneficiaries-258 Quantity of Women Beneficiaries-1880 Men Computer Student Beneficiaries-08 Women Computer Student Beneficiaries-03 Youth Computer Student Beneficiaries-31	চলমান কর্মসূচিসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	রিজিওনাল ম্যানেজার, সল্ট ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসী ইন্টারন্যাশনাল
১২. কমিউনিটি ম্যানেজমেন্ট সেন্টার (সিএমসি)	সংস্থা কর্তৃক মা ও শিশু স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গাইবান্ধা সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নে গ্লোবাল ফান্ড ফর চিলড্রেন ইউএসএ-এর অর্থায়নে ০২টি আনন্দময় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চলমান রয়েছে। দুর্যোগ ব্যস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং বাড়ির পাশে সবজি চাষ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান। দেশি মুরগী, হাঁস, গরু ও ছাগল পালন এবং নারীদের ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ। বিএনএফ-এর অর্থায়নে পলাশবাড়ী উপজেলার ঘোড়াবান্ধা গ্রামে বিনামূল্যে ২০টি দেশি ভেড়া	চলমান প্রকল্পসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং উপকারভোগীদের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী, সিএমসি।

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিতরণ।		
১৩. এসডিআরএস	পল্লী হেলথ কেয়ার: রক্ত পরীক্ষা- ১৩ জন, ডায়াবেটিক পরীক্ষা- ০৮ জন এসডিআরএস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড এর অংশীদারি সংস্থা হিসাবে (ক) বায়োগ্যাস- ০৩ জন, (খ) উন্নত চুলা- গ্রাম ও শহরর পর্যায়ে স্থাপনের মাধ্যমে কার্বন শক্তি হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কাজ করছে। সোলার ইরিগেশন পাম্প: ডিজেল-এর ব্যবহার হ্রাস ও কৃষকদের সুবিধা নিশ্চিত করতে ৩১৫ জন কৃষককে সেচ প্রদান করা হয়। নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষায় সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক- ০২টি	চলমান প্রকল্পসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং উপকারভোগীদের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, এসডিআরএস।
১৪. কৈননীয়া-খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প, সাঘাটা, গাইবান্ধা	১.ওয়ার্কশপ (আরম্ভ) এবং সাঘাটা উপজেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের সাথে কর্মশালা ২.দরিদ্র নির্দিষ্টকরণ (অসুরক্ষিত হাউজহোল্ড, সম্পদ বিন্যাস, সামাজিক চিত্রায়ন), সেলফ হেলফ গ্রুপ গঠন ও কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন এ রূপান্তিরতকরণ ও রেজিস্ট্রেশনে সহায়তা করা। ৩.ইউনিয়ন ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয়করণ ও উন্নয়ন ৪.সাঘাটা উপজেলায় জেলা প্রশাসক ও এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে পার্টিসিপেটরী মিটিং করা ৫.জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন ৬.খামার ও খামার ব্যতিত অন্যত্র হতে আয় বৃদ্ধি কর্মকান্ডের ওপর প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান ৭.গবাদী পশুপালন প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান ৮.দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ (কৃষি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও ওয়াটশন, জেন্ডার, দুর্যোগ, কারিগরি, অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়ন) ৯.সম্ভাব্য এসএইজি নেতাদের নিয়ে দুর্নীতি ও দমন প্রটেকশন এর উপর প্রশিক্ষণ ১০.কমিউনিটিদের থেকে আসা অভিযোগ ও পরামর্শ নিয়ে মূল্যায়ন ও রিপোর্ট করা, জনগণকে কথা বলা এবং অভিযোগ করার অধিকার সম্পর্কে জানানো ও অনুপ্রাণিত করা।	প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী সভায় বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে।	প্রকল্প ব্যবস্থাপক, কৈননীয়া খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প।
১৫. সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস)	চলমান কার্যক্রম: ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, সুরক্ষা কর্মসূচি, রেমিটেন্স প্রদান, কৃষি ও মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ, গরু মোটাতাজাকরণ, সঞ্চয় ও ঋণ প্রদান, প্রণোদনা ঋণ প্রদান। সাধারণ ঋণ বিতরণ: ৮১২ জনের মাঝে ৭,০৫,০০,০০০/- সুফলন খাতে বিতরণ: ১৫০ জনের মাঝে ৫০,১০,০০০/- মৃত্যুজনিত বীমা দাবি পরিশোধখ: ০৯ জনের মাঝে ৩,০৫,০৭৪/- ঋণ মওকুফ: ০৯ জন ১,০২,৬৭২/- চিকিৎসা সহায়তা প্রদান: ০৮ জনের মাঝে ৫৬,০০০/-	সুবিধাভোগীরা সুবিধা প্রাপ্তির সময় যেন কোনো হয়রানি শিকার না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।	জোনাল ম্যানেজার, এসএসএস।
১৬ .ওয়ার্ল্ড	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং নিরাপদ পানি পয়ঃনিষ্কাশন ইন্টিগ্রেটেড	(১)স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রকল্প	ব্যবস্থাপক,

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ভিশন বাংলাদেশ	প্রোগ্রাম: এই প্রকল্পের আওতায় ৯৭২৫ জন, ৫ বছরের নিচে শিশুদের জিএমপি সেশন করার ফলে শিশুদের পুষ্টি অবস্থা পরিবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং মাঝারি ও মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের মা ও অভিভাবকদের শিশুদের সুষম খাদ্য ও সঠিক যত্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নিরাপদ মাতৃত্বের জন ৬৪৩ জন গর্ভবতী ও প্রসূতী মায়ের জন্য নিয়মিত পরিবার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে এএনসি ও পিএনসি সেবা গ্রহণ, সঠিক সময়ে টিকা গ্রহণ ও ডাক্তারি পরামর্শে নিয়মিত কৃমিনাশক ওষুধ গ্রহণ, সঠিক উপায়ে হাত ধোয়া ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ৫৭৬ টি অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে শিশুর খাদ্য ও স্পেশাল যত্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ০৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকের সিজি গ্রুপের সদস্য, গণমাণ্য ব্যক্তি, ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে যৌথ পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক সভা পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া আলট্রাপুওর গ্রাজুয়েশন প্রোগ্রামের আওতায় ১০০ জন হতদরিদ্র উপকারভোগীদের মাঝে বসতবাড়িতে সবজি চাষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৯৫ জন উপকারভোগীদের নিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হযেছে। ০৮ টি বিদ্যালয়ে ৮০০ জন হত-দরিদ্র উপকারভোগীদের নিয়ে কনফিডেন্স বিল্ডিং সেশন পরিচালনা ও ফিনান্সিয়াল লিটারেসী বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০৭ শিশু ফোরাম, যুব ফোরাম ও গ্রাম উন্নয়ন কমিটি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট দিনে পরিবেশ সুরক্ষা বিশেষ করে প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধে কমিউনিটি লেড ক্লিনিং ক্যাম্পেইন করা হয়েছে। **শিক্ষা ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম:** শিশুদের মাঝে শিশুর শারিরীক, মানসিক ও সামাজিক নেতিবাচক দিক পরিবর্তনের জন্য কমিউনিটি বেইজড ৪৮ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে। যার আওতায় ৯৬০ দরিদ্র ও হত-দরিদ্র পরিবারের শিশু অংশগ্রহণ করে আসছে। ৯৬০ শিশু ও তাদের পিতা-মাতাদের পজিটিভ প্যারেন্টিং সেশন করা হয়েছে। এছাড়া ৮০০ জন শিশুদের মাঝে প্রতি সপ্তাহেগ জীবন দক্ষতা বিষয়ক সেশন পরিচালনা করা হয়েছে। **শিশু সুরক্ষা ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম:** ৩৫১২ দরিদ্র ও হত-দরিদ্র শিশুদের তালিকা ও আইডিভুক্ত করে তাদের সার্বিক উন্নয়ন সাধনে কাজ করা শুরু হয়েছে। যার লক্ষ্য হলো জাতিসত্তা, ভৌগলিক অবস্থান, জেন্ডার, ধর্ম বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের গুরুত্বের সাথে যত্ন, নিরাপত্তা, মর্যাদা ও তাদের জীবন বিকাশের শক্তভিত নির্মিত করার লক্ষ্যে কাজ করা। এ লক্ষ বাস্তবায়নে ০৪ টি ইউনিয়নে ৩১২ জন শিশুকে নিয়ে ২৪টি শিশু ফোরাম ও এপি পর্যায়ে ২০ জন যুবক-যুবতি নিয়ে ০১টি যুব ফোরাম-এর মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০৪টি ইউনিয়নে ০৪টি শিশু কল্যাণ সংগঠন ও ১২টি গ্রাম উন্নয়ন সোসাইটি সদস্যদের সাথে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	বাস্তবায়ন ও কোনো সভা/ সেমিনার/ কর্মশালায় সিভিল সার্জন অফিস ও জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করতে হবে। (২)বাল্যবিবাহ রোধসহ অন্যান্য সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণের জন্য সভা/ সেমিনার/ কর্মশালার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।	ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ।

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	যারা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধাদনে যেমন বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম, প্লাস্টিক মুক্ত এলাকা গঠন ও স্কুল থেকে ঝড়ে পড়া রোধ বিষয়ে কাজ করে থাকে। ০৪টি শিশু কল্যাণ সংগঠনের ৬০ জন নেতৃবৃন্দের আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্ম এলাকায় শিক্ষক, যুব ফোরাম, কিশোর-কিশোরী, এলাকার গণমান্য ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে শিশু সুরক্ষা, বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা হয়েছে। শিশু সুরক্ষায় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সংলাপ করা হয়েছে। **পরিবর্তন প্রজেক্ট:** ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, পরিবর্তন প্রকল্প, গাইবান্ধা সদর, ফুলছড়ি উপজেলায় শিশু কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিশু সুরক্ষা, নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন কমিটি সক্রিয়করণ পারিবারিক বিরোধ নিরসনে নারী ও শিশু কল্যাণ কমিটি, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি, যুব ফোরাম ও ইমামদের দক্ষতা বৃদ্ধি করণে প্রশিক্ষণ প্রদান। **স্থানীয় স্টেকহোল্ডার, সমাজকর্মী যুব ফোরামের সদস্যদের সাথে দিন ব্যাপী কর্মশালা:** পরিবর্তন প্রকল্প ৫০ জন স্থানীয় স্টেকহোল্ডার, সমাজকর্মী, যুব ফোরামের সদস্যদের সাথে শিশু সুরক্ষা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালার আলোচ্য বিষয়সমূহ-শিশু অধিকার, শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহের কুফল বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নেটওয়ার্ক ম্যাপিং, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে স্থানীয় বাধাসমূহ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ও আদেশ লঙ্ঘনের শাস্তির বিষয়ে আলোচনা করা হয়।		
১৭. সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক, গাইবান্ধা)	এরিয়া কো-অর্ডিনেটর, সনাক, গাইবান্ধা সভায় জানান যে, জুলাই/ ২০২৬ মাসে নিম্নোক্ত বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ০১.সনাক সভা: সচেতন নাগরিক কমিটি দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় জুন মাসের কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে ০১টি মাসিক সভা সম্পন্ন হয় ০২.অ্যাকটিভ সিটিজেন গ্রুপ সদস্যদের মাসিক সভা: সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর সহযোগিতায় গঠিত অ্যাকটিভ সিটিজেন গ্রুপ সদস্যদের ১১ টি মাসিক সভা সম্পন্ন হয়। এসিজি সদস্যগণ দুর্নীতিমুক্ত সেবা গ্রহণে জনগণকে সচেতন করত তাদের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করেন। ০৩.এসিজি কর্তৃক কমিউনিটি মনিটরিং: ১১ টি সম্পন্ন করা হয়। এসিজি সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ প্যাকটা প্রকল্পের আওতায় প্যাকটা অ্যাপে এন্ট্রি প্রদান করেছেন। ০৪.কমিউনিটি অ্যাকশন সভা: ০৩টি। উপজেলা ভূমি অফিস, গাইবান্ধা সদর, ঝিনাশ্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দারিয়াপুর কিয়ামত উল্যাহ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে কমিউনিটি অ্যাকশন সভা সফলভাবে সম্পন্ন করে। কমিউনিটি অ্যাকশ	(১) সভা নিয়মিত করতে হবে। (২) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৩) বিগত ০১ বছরের সভার অগ্রগতির বিষয়ে তত্ত্ব-উপাত্তসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, সনাক, গাইবান্ধা

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সভায় এলাকার সেবাগ্রহীতাগণ শিক্ষা এবং ভূমি অফিসসমূহে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে আন্তরিক এবং দুর্নীতিমুক্ত সেবা প্রদানের জন্য আহ্বান জানান। সরকারের স্মার্ট ভূমি সেবা জনগণ যেন সঠিকভাবে পায় সে লক্ষ্যে সবাই মিলে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। ০৫.স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা: সনাক গাইবান্ধার আয়োজনে সনাক ইয়েস এবং এসিজি সদস্যদের নিয়ে গাইবান্ধা শহরের আর রহমান কমিউনিটি সেন্টারে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা সম্পন্ন হয়। ০৬. ইয়েসে বিশেষ উদ্যোগ বাস্তবায়ন: ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) গ্রুপের আয়োজনে এবং সচেতন নাগরিক কমিটি এর সহযোগিতায় স্থানীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী তরুনদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সচেতনতা ও নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে 'টেকসই উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন: তরুন সংগঠকদের করণীয়' শীর্ষক একটি কর্মশালা গাইবান্ধা শহরের দেশী ভোজ রেস্টুরেন্টে আয়োজন করা হয়েছে।		
১৮. সেভ দ্য চিলড্রেন	এসকেএস ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সাঘাটা উপজেলায় ১০টি ইউনিয়নে কমিউনিটি পর্যায়ে ৬০টি রংধনু খেলাধুরে ৪+ শিশুদের নিয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়েছে। সাঘাটা উপজেলার ১০টি ইউনিয়নে কমিউনিটি পর্যায়ে ৫০টি পড়া ও গণিত ক্লাব সেন্টারে দ্বিতীয় শ্রেণির অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিশুদের নিয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়েছে। কমিউনিটি পর্যায়ে ৫টি ইউনিয়নে কমিউনিটি পর্যায়ে ১০টি লার্নিং ক্লাবে মার্জিনালাইজড শিশুদের নিয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়েছে।কমিউনিটি পর্যায়ে পড়তে শেখা ৬০টি ক্লাব কমিউনিটি পর্যায়ে ৪০টি কিশেঅরী দলে ১টি করে বাল্যবিবাহ, বাল্যবিবাহের পরিণতি বিষয়ে ও শিশু সুরক্ষার উপর সেশন পরিচালনা করা হয়েছে। কমিউনিটি পর্যায়ে ৬০ টি ইএলএম দলে সেশন পরিচালন করা হয়েছে যেখানে মা ও ৩-৫ বছর বয়সী শিশুরা উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিটি পর্যায়ে ২৫টি চয়েস দলে ১ টি করে সেশন পরিচালনা করা হয়েছে। কমিউনিটি পর্যায়ে ১০ টি ভয়েজ দলে সেশন পরিচালনা করা হয়েছে। কমিউনিটি পর্যায়ে ১০টি প্রমিসেস দলে সেশন পরিচালনা করা হয়েছে। কমিউনিটি পর্যায়ে পড়া ও গণিত ক্লাব এবং শিখন ক্লাবের ৬০ জন স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে ০১টি মাসিক রিফ্লেকশন সেশন পরিচালনা করা হয়েছে। কমিউনিটি পর্যায়ে শেখা ক্লাব এর ৬০ জন স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে ০২টি পাক্ষিক রিফ্লেকশন সেশন পরিচালনা করা হয়েছে। ৬০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া ও গণিত উৎসব পালন করা হয়েছে। ১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঠন উৎসব পালন করা হয়েছে। ৬০ জন রংধনু খেলাঘর স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে ০১ দিনের রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা হয়েছে। ৪৪টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক সভা সম্পন্ন করা হয়েছে।	(১)চলমান প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। (২) সংস্থার উদ্যোগে কর্মএলাকায় বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	হেড অফ গাইবান্ধা ফিল্ড অফিস, সেভ দ্য চিলড্রেন।

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সাঘাটা উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন পরিষদের সাথে রিসোর্স মবিলাইজেশনের জন্য এডভোকেসি সভা সম্পন্ন করা হয়েছে। সাঘাটা উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের ৬০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া ও গণিত উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এলবি-এনবি শিক্ষার্থীদের সমাপনী মূল্যায়ন এবং ব্লানকেট সার্ভে এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।		
বিবিধ- ০১	সভায় উপস্থিত এনজিও প্রতিনিধিদের সেপ্টেম্বর, ২০২৬ মাসে এনজিও বিষয়ক কার্যক্রমের উপর তথ্যচিত্র প্রদর্শনের আহ্বান জানানো হয়।	এসকেএস ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধা এবং সমাজ জাগরণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র, গাইবান্ধা পরবর্তী সভায় তাদের প্রকল্পের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের ওপর স্লাইড প্রদর্শন করবে।	(১সমন্বয়কারী, এসকেএস ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধা (২) নির্বাহী পরিচালক, সমাজ জাগরণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র, গাইবান্ধা।
বিবিধ- ০২	গাইবান্ধা জেলার সকল এনজিও প্রতিনিধিকে তাদের এফডি-৬ অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের আহবান জানানো হয় এবং এফডি-৬ মোতাবেক কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	এফডি-৬ মোতাবেক কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন আবশ্যিকভাবে নিকশ ফন্টে (NikoshBAN) এ কার্যালয়ের ই-মেইল acgengaibandha@mopa.gov.bd অথবা acngocellgaibandha@gmail.com মেইলে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে।	এনজিও প্রধান (সকল), গাইবান্ধা
বিবিধ- ০৩	চলমান বর্ষা মৌসুমে অনাকাঙ্ক্ষিত বন্যা মোকাবেলায় ত্রাণ বিতরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	চলমান বর্ষা মৌসুমে অনাকাঙ্ক্ষিত বন্যা মোকাবেলায় ত্রাণ বিতরণের বিষয়ে সকল এনজিও প্রধান জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করতে হবে।	(১)জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা (২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), গাইবান্ধা (৩) এনজিও প্রধান (সকল), গাইবান্ধা।
বিবিধ- ০৪	চরাঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য চরগুলোকে পর্যটন স্পটে পরিণত করার বিষয়ে আলোচনা হয়। সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ০৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা হয়।	(১) সকল এনজিও তাদের বৃক্ষরোপণের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে প্রেরণ করে এ কার্যালয়ে অনুলিপি	(১) জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধা। (২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার

ক্রম ও এনজিও'র নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		প্রেরণ করবে। (২) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।	(সকল) গাইবান্ধা (৩) এনজিও প্রধান (সকল), গাইবান্ধা।

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে এবং বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা ও এনজিও প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা)
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভা
গাইবান্ধা।
ফোন : ০২-৫৮৮৮৭৭৫০০ (অঃ)
e-mail: dcgaibandha@mopa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৫৫.৩২০০.০২২.০৩.০০১.২৩- ১৬৬২

তারিখ: ০৪ ভাদ্র ১৪৩৩ / ১৯ আগস্ট ২০২৬

সদয় অবগতি/ অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
(২) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা;
(৩) মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্লট-ই-১৩/বি, ঢাকা;
(৪) বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর;
(৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (সকল), গাইবান্ধা;
(৬) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা। (তাঁকে সভার কার্যবিবরণীটি এ কার্যালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো);
(৭) নির্বাহী প্রধান/ নির্বাহী পরিচালক/ ম্যানেজার (এনজিও সকল), গাইবান্ধা।
(৮) অফিস কপি।

(মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা)
জেলা প্রশাসক